শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.tmed.gov.bd

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

সম্প্রতি 'দেশ রূপান্তর' পত্রিকায় কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ তথা সরকারের উদাসীনতা, গাফিলতি ও একাধিক ভূল সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে যেসকল তথ্য ও খবর প্রকাশিত হয়েছে তা অসত্য, বানোয়াট, পক্ষপাতদুষ্ট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নের অপপ্রয়াস মাত্র। এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ উক্ত প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য ও খবরের জোর প্রতিবাদ এবং প্রতিবেদনটি যথাযথভাবে প্রকাশের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যার সমাধান না করে ৪(চার) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সকে ৩(তিন) বছরে নামিয়ে আনার বিষয়টি ভিত্তিহীন। প্রকৃত তথ্য হলো- কোন কোর্সকে কমিয়ে আনা নয় বরং শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দ্রুত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান ডিপ্লোমা কোর্সসমূহকে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের চাহিদা ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে ক্রেডিট ঘন্টা সংবলিত করার একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এর লক্ষ্য হলো- কোন শিক্ষার্থী যদি কোন ক্রেডিট (কোর্স) নির্ধারিত সময়ের আগে সমাপ্ত করতে পারে তবে তাকে দীর্ঘসময় শিক্ষাঙ্গনে আটকে রাখা শুধু মেধা ও সময়ের অপচয় নয় বরং তা মানবাধিকারের পরিপন্থি। যারা এ কোর্স ৪(চার) বছরে শেষ করবে তাদের জন্য সে অপশনও থাকতে পারে।

শিক্ষক সংকট নিরসনে এ বিভাগের কোন পদক্ষেপ নেই মর্মে যে খবর পরিবেশিত হয়েছে তাও সত্য নয়। সরকার ২০২০ সনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য ১২৬০৭টি পদ সৃষ্টি করেছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা-কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২১৮১জন ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৩-২০ গ্রেডে আরও ৪৬২ জন-কে নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে ১২৬২জন নন-ক্যাডার শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ২০২১ সালের মধ্যে শিক্ষকের ৪৫০৫টি শূন্য পদসমূহ পূরণের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ করা হয়েছে। এসব শিক্ষক নিয়োগ হলে দুই শিফটে শিক্ষকের কোন সংকট থাকবে না।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫০জন টেক শিক্ষক-কে NTVQF-এর আলোকে প্রণীত মডিউলের আলোকে ২(দুই) মাস ব্যাপী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ইংরেজি ভাষা দক্ষতা, পেডাগোজি ও বিষয় ভিত্তিক ৮টি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু আছে। ইতোমধ্যে ১৯৮৭ জন শিক্ষক-কে এসব কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেও কারিগরি শিক্ষা-র সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (Bangladesh National Qualification Framework) প্রণয়ন করেছে।

ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স ৪(চার) বছর থেকে ৩(তিন) বছরে আনা হলে চাকুরি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হবে মর্মে প্রতিবেদনে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে তাও অমূলক। কারণ এক্ষেত্রে কোর্স কন্টেন্ট কমানো হবে না। কেউ যদি নিজে যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেধার গুণে আগে কোন ক্রেডিট সমাপ্ত করে তাকে পরবর্তী পর্বে উত্তরণ করা হতে পারে। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতা অর্জনই আসল কথা।

প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি একটি স্বার্থান্বেষী মহলের হীন ষড়যন্ত্রের অংশ। এ মহল কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য কে নস্যাৎ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ মন্ত্রণালয় আশা করে যে, অচিরেই তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং এ জাতীয় অপপ্রচার হতে নিজেদের বিরত রাখবে।

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন খান
তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
কারিগর ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
ফোন-০১৯১৮ ৯২১৭১৪
ইমেইল-zahidinfo30@gmail.com